গত ২২শে সেপ্টেম্বর, শুক্রবার সন্ধ্যায় সিডনীর কোয়েকার্স হিল নিবাসী জনাব জুলফিকার আহমেদ এবং তার স্ত্রী ফওজিয়া সুলতানা নাজলী প্রায়াত কবি শামসুর রহমানের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে তাদের নিজ বাস ভবনে একটি ঘরোয়া অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা এবং ইন্টারনেট থেকে সংগ্রহীত বেশ কিছু ছবি, কবিতা এবং সংবাদ দিয়ে সাজানো হয়েছিলো ঘরের এক দিকের দেয়াল। সামনে একটা টেবিলে রাখা অনেক গুলো ছোট বড় মোমবাতি এবং ফুলদানিতে রাখা মাত্র একটি লাল গোলাপ সন্ধ্যার পরিবেশে যুক্ত করেছিল ভিন্ন একটি মাত্রা, যার মধ্যে আছে ভালোবাসা, শ্রদ্ধা, ভক্তি এবং প্রিয় কবিকে হারানো শুন্যতা বোধ।

শুরুতে উপস্থিত সবাই দাঁড়িয়ে এক মিনিট নীরবতা পালন করেন। এর পর জুলফিকার আহমেদ শামসুর রহমানের "কখনো আমার মাকে" কবিতাটি পড়ে শোনান -

কখনো আমার মাকে গান গাইতে শুনিনি।
সেই কবে শিশু রাতে ঘুম পাড়ানিয়া গান গেয়ে
আমাকে কখনো ঘুম পাড়াতেন কি না আজ মনেই পড়ে না
. . . . . .

উল্লেখ্য কবিকে বনানীতে তার মায়ের কবরেই দাফন করা হয়েছে। তিনি ফিরে গেছেন মা'র কোলেই।

অনুষ্ঠানটি অত্যন্ত সাবলীল ভাবে উপস্থাপনা করেছেন ফওজিয়া সুলতানা নাজলী। উপস্থিত সকলের কবিতা আর গানের ফাঁকে ফাঁকে তিনি কবির জীবনের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে নানা তথ্য তুলে ধরেন।

উপস্থিত প্রায় সবাই কবিতা আবৃত্তি করে কিংবা গান গেয়ে অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহন করেন। মনিরুল ইসলাম পড়ে শোনান শামসুর রহমানের অমর কবিতা "তোমাকে পাওয়ার জন্য হে স্বাধীনতা"। তাসফিকুর রহমান লিটন আবৃত্তি করেন "যদি একদিন বাঁচি লিখবো"। আনিসুর রহমান পড়েন স্বাধীনতা যুদ্ধের ওপর লেখা শামসুর রহমানের একটি অসাধারন কবিতা, "পথের কুকুর"। বিলকিস রহমান পড়লেন, "যদি তুমি ফিরে না আসো"। এর পর ছিল গান। গান গেয়েছেন ইয়াসমিন ইসলাম (দিনের শেষে ঘুমের দেশে), শামীম আরা সোহেলী (তুমি রবে নিরবে হৃদয়ে মম) ও শিরিন চৌধুরী (ভরা থাক স্মৃতি সুধা হৃদয়ের পাত্র খানি)। গানের পর ছিল আরো কিছু কবিতা, নজরুল ইসলাম (মেষ রে মেষ), নোফেল চৌধুরী (ওমর আলীর লেখা - একটি নারীর ছবি), ফিদা হক (ফেব্রুয়ারী ১৯৬৯ ও মাকে দেখি প্রতিদিন)। মুস্তাক খান মান্তু শামসুর রহমানের মাকে নিয়ে লেখা কবিতাগুলো শুনতে শুনতে অনেক দিন আগে হারানো মায়ের কথা স্মরণ করেন এবং এর ওপর সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানের শেষ বক্তা ডঃ আব্দুর রাজ্জাক (সভাপতি, বঙ্গবন্ধু পরিষদ) তার সংক্ষিপ্ত বক্তব্যের পর পরিবেশন করেন একটি রবীন্দ্র সঙ্গীত - যখন পড়বে না মোর পায়ের চিহ্ন এই বাটে। অনুষ্ঠানের সমাপনী বক্তব্যে ফওজিয়া সুলতানা নাজলী বলেন, কবি শামসুর রহমান ব্যক্তি স্বতন্ত্রে বিশ্বাসী ছিলেন। মানুষ সৃজনশীলতার দিকে, প্রগতির দিকে এগিয়ে যাক এটা তিনি সব সময় চাইতেন। তাঁর কবিতায় তিনি বলেছেন -

"তোমার পাড়ায় আজ বড় অন্ধকার
সম্ভবতঃ বাতি জ্বালাতে ভুলে গেছ -
আমি অভ্যাস বশতঃ
কেবলি আলোর কথা বলে ফেলি।"

কবি সারা জীবন চেয়েছেন সমাজের সব অশুভ অন্ধকার দূরে সরে যাক। আলোয় আলোকময় হোক এই দেশ, দেশের মানুষ। তিনি উপস্থিত সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষনা করেন।